খুলাসা খুতবা জুমুআ

২০.০৬.২০১৪(২০-০৬-১৪)

অনুবাদ: শেখ মোস্তাফিজুর রহমান

তাশাহুদ, তাউজ তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা তেলাওয়াতের পর হুজুর আনোয়ার আই. বলেন,

গত দুই জুমুআ জার্মানির সফরের কারনে আমি জার্মানিতে জুমুআ পড়িয়েছি। সেখানে ৬ জুনের খুতবায় খেলাফতের এতায়াত এবং খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততার বিষয়ে কেবল জার্মানির উদ্দেশ্যে নয় বরং সমস্ত জগতের জন্য খুতবা দিয়েছিলাম। যদিও কতক উপমা জার্মানির অবস্থার কারনে সেখানে দিয়েছিলাম। মোটকথা আমি আনন্দিত যে, পৃথিবীর আহমদীরা প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন এবং দ্রুততার সাথে খেলাফতের পরিপূর্ণ এতায়াত এবং পরিপূর্ণ বিশ্বস্ততা প্রদর্শণ করেছেন। আর বিশেষ করে এ বিষয়ে অনেকে কথা দিয়েছেন যে, আমাদের মধ্য থেকে অনেক কর্মকর্তা কিছু পথ নির্দেশনার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন। আগামীতে ইনশাল্লাহ এমনটি হবে না।

তাই এই সৌন্দর্য্য হযরত মসীহে মাওউদ (আ.) এর প্রতিষ্ঠিত জামাতের যে যখন মনোযোগ আকর্ষণ করা হয় তখন দ্রুত মনোযোগী হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে এতায়াতের বিশ্বস্ততায় বৃদ্ধি করতে থাকুন।

যেভাবে আমি সাধারণত: জলসার পর জলসার বিষয়ে কিছু বর্ণনা করে থাকি। সেভাবে আমি সেই সফরের বিষয়ে আরো কিছু কথা বলবো। জলসাও হয়েছে, জলসাতে অ- আহমদী ও অ- মুসলিম সদস্যদের অংশ গ্রহণের কারেণে একটি জৌলুস থাকে । যারা এ জলসা দেখতে এবং শুনতে আসেন। অর্থাৎ এই জলসা যেখানে আহমদীরা এতো উচ্চবাচ্চ করছে এটি আসলে কী জিনিস? আর আহমদীরা এই জলসার মাঝে কেমন আমল করে থাকে আর তারা কি বলে কী? আর যদি ভালো কথাই বলে তবে তা তাদের কর্মের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কী না? অথবা জাগতিক লোকদের ন্যায় একত্রিত হয়, একটি ইজতেমা হয়। চেচামেচি আর আলোকসজ্জা হয়। যখন তারা দেখে যে, জলসায় এক অদ্ভূত পরিবেশ হয়ে থাকে যার জাগতিক মেলাসমূহ এবং জলসাসমূহের সাথে কোন সামঞ্জস্য নেই তখন এই জলসা অমুসলিমদের জন্য, মেহমানদের জন্য ইসলামের অতি চমৎকার শিক্ষা বলা এবং ইসলাম সম্পর্কে সন্দেহ দূর করার মাধ্যম হয়। অনুরূপভাবে অনেক অ-মুসলিম এবং অ-আহমদী যারা আহমদীয়াত অর্থাৎ সত্যিকার ইসলামের বিষয়ে কিছু না কিছু জ্ঞান লাভ করে থাকে। জলসার পরিবেশ আর প্রোগ্রামসমূহ নিজেরা যখন চাক্ষুস করে আর কান দ্বারা শ্রবণ করে তখন তাদের মধ্য থেকে অনেকে বয়াত করতে প্রস্তত হয়ে যান। এমনকি বয়াতও করে ফেলেন। অথবা এতটাই প্রভাবান্বিত হয়ে যায় যে, সামান্য কয়েক দিনের মাঝে তাদের হৃদয় আহমদীয়াতের দিকে পরিপূর্ণভাবে ঝুঁকে যায়। মোটকথা এ জলসা যেখানে ইসলামের বিষয়ে নেক প্রভাব সৃষ্টিকারী হয় সেখানে তবলীগেরও অনেক বড় মাধ্যম সৃষ্টি হয়।

অতএব জার্মানির জলসাও নিঃসন্দেহে এ বিষয়ের মাধ্যম হয়েছে। তাই আমি প্রথমতঃ জলসায় আগমনকারী কতক অমুসলিমের প্রতিক্রিয়া শোনাতে চাই যে কীভাবে আল্লাহ্ তা'লা অদ্ভুত ভাবে নিজ সাহায্য এবং সহযোগীতা প্রদর্শণ করছেন। কেননা হৃদয় তো কেবল আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় ঝুঁকতে পারে। আর কেবল জলসাই নয় বরং সকল জামাতি অনুষ্ঠান যেখানে মেহমানদেরকে আহ্বান করা হয় সে ফাংশন জামাতের পরিচয় প্রদানের অনেক বড় মাধ্যম হয়ে যায়। আর প্রত্যেক অনুষ্ঠান ইসলামের অতি চমৎকার শিক্ষা বলা এবং তবলীগের ময়দান প্রশস্ত হবার মাধ্যম হয়। জার্মান সফরের সময় মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করার এবং মসজিদ উদ্বোধন করারও সূযোগ হয়েছে। এর মাধ্যমেও ইসলামের চমৎকার শিক্ষা লোকদের জন্য স্পষ্ট হয়েছে। যেখানে তারা প্রকাশ করেছেন যে, এ ইসলাম আমাদের চোখের সামনে প্রথমে কখনো আনা হয় নি। এরপর পত্রপত্রিকায় যে খবর প্রকাশ করেছে তার দ্বারা কয়েক মিলিয়ন লোক পর্যন্ত এই বানী পৌঁছে গেছে। মোটকথা সর্ব প্রথম আমি জলসায় আগমনকারী অন্যান্যদের প্রতিক্রিয়া এখানে বর্ণনা করছি। জার্মানির জলসায় আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেক প্রতিবেশি দেশের প্রতিনিধিদলও অংশগ্রহন করেছেন আর বেশ বড় সংখ্যায় এ প্রতিনিধিদল যোগদান করেছেন। যে সকল সদস্যরা যোগদান করেছিলেন। তাদের সংখ্যাও বেশ বড়। ফ্রান্স এবং বেলজিয়াম থেকে আগমনকারী নও মোবাইন এবং জেরে তবলীগ বন্ধু ছাড়াও ইস্টোনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, লাথোইনা, সেলোইনা, রোমানিয়া, হাঙ্গেরী, মোন্টিনিগার ও বসনিয়া, রাশিয়ান দেশসমূহ, কোসো, আলবানিয়া, বুলগেরিয়া এবং মেসোডোনিয়া থেকে প্রতিনিধিদল এসেছিলেন যাদের মাঝে শিশুরাও ছিলো। পুরুষ-মহিলা, জেরে তবলীগ সদস্য এবং অআহমদী বন্ধুরাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

মেসেডোনিয়া থেকে এবছর জলসায় ৫৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল যোগদান করেছিলেন যাদের মাঝে ২৮ জন খ্রীষ্টান বন্ধু ছিলেন, ১০ জন অআহমদী মুসলমান এবং ১৭ জন আহমদী ছিলেন। এমনিভাবে বুলগেরিয়া থেকে ৮২ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল দীর্ঘ সফর করে এসেছিলেন। সেই প্রতিনিধিদলের সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। জলসায় আধ্যাত্মিক পরিবেশও ছিল যার ফলে তারা বেশ প্রভাবান্বিত হয়েছে এবং এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে যার যা খোলাখুলি সকলের সাথে শেয়ার করেছেন আর সেবার স্পৃহা, জামাতের স্পৃহা, মেহমানদারীর স্পৃহা দেখে খুবই প্রশংসা করেছেন।

মেসেডোনিয়া থেকে এবছর যেভাবে বলা হয়েছে, ৫৫ সদস্যের প্রতিনিধিদল প্রায় দুই হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে এসেছিলেন আর তাদের বাহনও এমন ছিল যে, তাদের আসতে ৩৫ ঘন্টা সময় লেগেছে। এই প্রতিনিধিদলে ২৮ জন খ্রীষ্টান বন্ধু, ১০ জন অআহমদী মুসলমান, ১৭ আহমদী ২ সাংবাদিক ও ক্যামেরাম্যানও শামিল হয়েছিলেন। যারা প্রোগ্রামের

রেকর্ড করতে থেকেছেন এবং তারা বলেন যে, আমরা ফেরত গিয়ে আমাদের টি ভি প্রোগ্রামে এটি প্রচার করবো। এই প্রতিনিধিদলে জলসার শেষ দিন ৯ জন সদস্য বয়াত করেছিলেন।

এক মেহমান নিকোলজে গোশিয়স্কি যিনি একজন সরকারী কর্মচারী। তিনি বলেন যে, আমার এই ভ্রমণ ধর্ম সম্বন্ধে জানা এবং ধর্মের বিষয়ে চিন্তা-ভাবনার দিক থেকে খুব ভালো ছিল। জলসার বক্তৃতা আমার উপর খুব ভাল প্রভাব ফেলেছে। আর আমার বক্তৃতার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইসলামের বিষয়ে আমার ধারণা পরিবর্তন করে দিয়েছে। ইতিপুর্বে আমি ইসলামকে একটি কট্টর এবং উগ্রতা প্রিয় ধর্ম হিসেবে মনে করতাম। এখন আমি আমার পুরোনো চিন্তাভাবনাকে পরিবর্তন করে ফেলেছি। ইসলাম আসলে শান্তির ধর্ম।

এরপর মেসেডোনিয়ার একজন মেহমান এই মোলাকাতের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, তিনি আমকে প্রস্তাব দিয়েছেন। নিজের প্রস্তাবের কথা উল্লেখ কওে বলেন যে, সকল ধর্মকে ভালোবাসার বাঁধনে একত্রিত করা হোক। এমন প্রোগ্রম হলে আমার উত্তর তিনি দিয়েছেন যে, তাদেরকে বলেছেন যে, আমরা তো এ বিষয়ে চেষ্টা করি, এরপর তাকে বিস্তারিত ভাবে যা ওল্ড হলে প্রোগ্রাম হয়েছিল সে বিষয়ে বলা হয়েছে। অনেক ভাল প্রভাব সৃষ্টি হয়েছে।_আলবেনিয়া থেকে ২১ সদস্যের একটি দল এসেছিললো যাদের মাঝে ১০ জন গায়ের আহমদী এবং ১১ জন আহমদী সদস্য ছিলো আর একজন সেনা কর্মকর্তা যিনি দীর্ঘদিন সেনাবাহিনীতে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন, এমন শৃঙ্খলা আমি দুনিয়ার কোথাও দেখিনি। আর জামাতের সদস্যদের স্বেচ্ছায় সেবা প্রদানের স্পৃহা এভাবে দেখা একটি আত্মতৃপ্তিকর অভিজ্ঞতা ছিল যে ছোট ছোট বাচ্চারাও মেহমানদেরকে পানি পান করিয়েও খুব আনন্দিত হচ্ছিল।

রোমানিয়া থেকে যে প্রতিনিধিদল এসেছিল, তাদের মাঝে একজন সিরিয়ান বন্ধু ছিলেন যার নাম হুসাইন আলফাজ সাহেব যিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ রোমানিয়াতে বসবাস করছেন। সেখানে তিনি ব্যবসা করেন। তিনি বলেন, যখন তিনি জলসায় অংশগ্রহণ করেন তখন সেখানের এক মোবাল্লেগ সাহেবকে বলেন, ওখানে আমাদের যে মোবাল্লেগ আছেন তাকে বলেন, খলিফাতুল মসীহকে আমরা দূর থেকে দেখবো নাকি কাছ থেকে দেখারও সূযোগ আছে? যখন তিনি বললেন, আপনারা সাক্ষাৎও করতে পারবেন তখন তিনি বিশ্বাস করতে পারেন নি। কিন্তু মোটকথা তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে আর তিনি খুব আনন্দিত ছিলেন আর খুব আনন্দের বহিঃপ্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, জলসার প্রথম দিন থেকে আমি বলা শুরু করে দিয়েছিলাম যে, মোবাল্লেগ সাহেব বলেন যে, জলসার প্রথম দিন থেকে তিনি বলা শুরু করে দিয়েছিলেন যে, তিনি খলিফাকে ভালোবাসেন আর বারবার এ কথা বলছিলেন যে, সমস্ত ইসলামি বিশ্ব যদি এক খলিফাতুল মুসলিমিন হয় তবে মুসলমানদের সমস্যা সমাধান হতে পারে কেননা খলিফাই আমাদেরকে সোজা ও সঠিক পথ দেখাতে পারেন। মোলাকাতের সময়ও তিনি এ কথা বলেছেন। এরপর আমাদের মোবাল্লেগ সাহেবকে তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, খলিফা নির্বাচন কীভাবে হয়? তখন তিনি খেলাফতের সম্পর্কে তাকে বলেন এবং বলেন যে, খেলাফতে রাশেদা নির্বাচন হয়েছিল আর এখনও হয় অর্থাৎ নির্বাচনকারীদেরকে আল্লাহ্ তা'লা নিজের আয়ত্বে নিয়ে নেন এবং ওহীয়ে খাফীর(সুক্ষ ও প্রচ্ছন্ন ওহি) মাধ্যমে তাদেরকে একত্রিত করেন। ওহীয়ে খাফী এবং তাসাররুফে ইলাহী (অসাধারণ ও অলৌকিকক কর্মকাণ্ড) তিনি বুঝতে পারেন নি কিন্তু যখন সন্ধ্যা হলো তখন তিনি বললেন, সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে। আমি যখন লাজনাদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করে ফেরত আসলাম। নামাযে যোহরের জন্য তখন লোকেরা দন্ডায়মান ছিল। যখন আমি তাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলাম, তিনি বলেন তখন অজান্তে খলিফায়ে ওয়াক্তের ওপর আমার দৃষ্টি পড়লো আর অনিচ্ছাকৃত ভাবে আমার হাত সালাম দেয়ার জন্য উপরে উঠে গেলো। তিনি বলেন, এ কাজ স্বতঃস্ফুর্ত ছিল তাই এভাবে তাসাররুফে ইলাহী এবং ওহীয়ে খাফীর আকীদা সমাধান হয়ে গেলো। তিনি বলেন যে, অভ্যাস বশতঃ তিনি কখনো হাত উঠিয়ে এবং হাত নাড়িয়ে কাউকে সালাম করেন না তা যত বড় ব্যক্তিত্বই হোক না কেন। কিন্তু এখন আমার সাথে যা হয়েছে তা অবশ্যই তাসাররুফে ইলাহী আর এমনটি করা আমার সাধ্যের বাইরে ছিল।

তিনি অনেকটা মেনে নিয়েছেন। তিনি আমাকে কথা দিয়েছেন যে, আর কিছুটা বুঝে তিনি জামাতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ্।

এরপর লাথোনিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগমনকারী তিন জন মেহমান ছিলেন। একজন ছাত্র নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, এই জলসা ঐ পশ্চিমা চিন্তাবিদদের জন্য খুবই উপকারী সাব্যস্ত হবে যারা ইসলামের ব্যপারে খুব সামান্য জ্ঞান রাখেন অথবা নেতিবাচক ধারণা পোষণ করেন কেননা এই জলসা তাদের সীমিত চিন্তা ও বিচার ধারাকে বিস্তৃত করতে পারে। আপনারা অনেক ইতিবাচক চিন্তার অধিকারী। সর্বদা আপনাদের চেহারা সজীব এবং হাস্যোজ্জ্বল থাকে। আর আমার সাথে সাক্ষাৎ করে খুবই প্রভাবিত হয়েছে।

একজন মেহমান ডোমিনিক সাহেব, তিনি বলেন, যুগ খলিফার বক্তৃতা দ্বারা আমাদের জ্ঞানে প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। পূর্বে জামাত সম্পর্কে কিছু জানা ছিলো। কিন্তু খলিফার বক্তৃতা শোনার পর অনেক নতুন বিষয়ের জ্ঞান লাভ হয়েছে।

আর একজন বন্ধু বলেন আন্তরিকতার এবং সাম্যতার যে শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে এটি অনেক উচ্চমানের শিক্ষা। এটি জার্মান সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আমার সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন আহমদী পড়ালেখা করেন আর তার আচার আচরণ দেখে বোঝা যায় আহমদী মুসলমান এবং অন্য মুসলমানদের মাঝে কী পার্থক্য রয়েছে।

অতএব এই আমলের পার্থক্য যা আমাদেরকে প্রত্যেক অবস্থানে দেখাতে হবে এবং দেখানো উচিৎও বটে আর এটি তবলীগের অনেক বড় মাধ্যম। তাই প্রত্যেক আহমদীর স্বরণ রাখা প্রয়োজন, তার কর্মের প্রতি লোকদের দৃষ্টি রয়েছে।

একজন জার্মান অধিবাসী বলেন, মনে হচ্ছিল যে, খলিফার এই বক্তৃতা আমি স্বয়ং লিখেছি কেননা এর প্রত্যেকটি শব্দ আমার মনের কথা ছিল।

একজন ভদ্র মহিলা বলেন যে, খলিফাতুল মসীহ যখন নিজের ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন ডাক্তার মাহদী আলী সাহেবের শাহাদাতের উল্লেখ করেন তখন আমি সহ্য করতে পারছিলাম না আর আমি কেঁদে ফেলি। এরপর খলিফাতুল মসীহ যখন এটি বললেন যে, এ শাহাদাত সত্বেও আমাদের সেবার স্পৃহায় সামান্যতম ঘাটতি হয় নি আর আমরা এ সেবা জারি রাখবো তখন আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রন রাখা খুবই কষ্টকর হয়ে গিয়েছিলো।

আর একজন ভদ্র মহিলা বলেন, আমি খুবই প্রভাবিত হয়েছি বিশেষ করে শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে যে সমাধান বলা হয়েছে অর্থাৎ জগতের সকল মানুষের উচিৎ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একে অপরকে যেন ভালোবাসে। এটি যেন না হয় যে, একে অপরের সাথে শত্রুতা বৃদ্ধি করে চলেছে। এ অনুষ্ঠান খুবই সফল হলো। এখানে কেবল নিজ জামাতের লোকদেরকে আহ্বান করা হয় নি এমনকি কেবল রাজনীতিবিদদেরকে ডাকা হয় নি বরং প্রতিবেশিদেরকেও দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং এটি আমাকে খুব প্রভাবিত করেছে।

তাই এই মসজিদের উদ্বোধনকালে এ বানী যা আহমদীদেরকে দেয়া হয় যে, নতুন নতুন পথ উন্মুক্ত হবে। এ দিকে খুব বেশি মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। যখন এ এলাকায় কোথাও মসজিদের উদ্বোধন হয় বা মসজিদ নির্মিত হয় তখন প্রত্যেক আহমদীর দায়িত্ব অনেক বেড়ে যায়।

জার্মানিতে জলসার তৃতীয় দিন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় বয়াতও হয়েছিল যেখানে উনিশটি জাতির মধ্য থেকে তিরাশি জন লোক বয়াতের সৌভাগ্য পেয়েছেন যারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যারা বয়াত করেছেন তাদের কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি–

মারাকেশের একজন বন্ধু আব্দুল কাদের সাহেব বলেন যে, ছয় বছর পূর্বে আহমদীয়াত সম্বন্ধে অবগত হয়েছিলাম। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আহমদীয়াতের অন্বেষণে জামাতের একটি নামায সেন্টারে পৌঁছলাম এবং জামাত সম্বন্ধে খুব ভাল করে জ্ঞান লাভ করলাম আর নামাজ এবং জুমুআতে আসা শুরু করলাম। আমাকে জলসা সালানা জার্মানিতে দাওয়াত দেওয়া হলো। আমি জলসায় শামিল হয়েছি। জলসার আধ্যাত্মিক পরিবেশ দেখে এবং যুগ খলিফার সাথে জামাতের সদস্যদের ভালোবাসা এবং আনুগত্য দেখে আমার হৃদয়ে এক অসাধারণ পরিবর্তন এসেছে যে, এটি নিঃসন্দেহে সত্যবাদীদের জামাত তখন আমি জামাতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলাম এবং বয়াত করলাম।

এরপর সুইডেনের এক বন্ধু আছেন যিনি ইরাকের (বংশোদ্ভূত)। তিনি বলেন, জলসার পরিবেশ দেখে খুবই প্রভাবিত হয়েছি। তিনি বলেন, এটিই সেই প্রকৃত ও সত্য জামাত যে জামাতের আমি অন্বেষণে ছিলাম আর এই আহমদী জামাতই আমার সকল প্রশ্নের উত্তর। অতএব তিনি বয়াত করে নিয়েছেন।

এরপর ফ্রান্সের একজন বন্ধু এসেছিলেন। তিনি বলেন যে আমি খ্রীষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করি। আমি কোনো ধর্ম রিতী মেনে চলি না। মা বাবার কথা মত গীর্জায় যায়। সেখানে সামনে ঈসা (আঃ) এর মূর্ত্তি রাখা ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম না যে খোদার উপাসনা করব না কি এই মূত্তির উপাসনা করব। সুতরাং যে আহমদী বন্ধুর সাথে আমার সাক্ষাত হয় তিনি আমাকে জামাতের পরিচয় করান এবং জামাত সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপলব্ধ করান। " ইসলামী নিতী দর্শন" পড়ার জন্য দেন। আমি জলসায় অংশ গ্রহন করি। ইমাম জামাতের খুতবা শুনি যার ফলে আমার মনের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।জলসার তৃতীয় দিন আমি বয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়াতে প্রবেশ করি।ইনি সেখানকার স্থানীয় ফ্রান্সের অধিবাসী।

ফ্রান্স থেকে আগত একজন আরব বংশোদ্ভত আহমদী বলেন , এটা তিনি তার নিজের পুরোনো এক স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা করছেন। খলীফা রাবের মৃত্যুর কিছু সময় পূর্বে এক দিন আমি দিব্য দর্শনে শুনতে পাই যে কেউ যেন বলছে " ইয়া আইতোহান নাফসুল মুতমাইন্না, ইরজিঈ ইলা রাব্বেকা রাজেয়াতান মারযিয়া ফাদখুলি ফি ইবাদী ওয়াদখুলী জান্নাতী । এর পর একজন নব যুবককে দেখি যার সম্পর্কে স্বপ্নে বলা হল যে ইনি তোমাদের নতুন খলীফা । তিনি বলেন , এই স্বপ্ন দেখার পর খলীফা রাবের মৃত্যু হয়। এর পর যখন খলীফা নির্বাচন হয় আমার এই স্বপ্নের কথা মনে পড়ে যায়। আর আমি যখন ছবি দেখি তখন দেখি যে সে ব্যক্তি আপনিই।

সুতরাং এই ঘটনা গুলি আল্লাহ তায়ালার বিশেষ সাহায্য ও সমর্থনের প্রকাশ ঘটায়। এবিষয় গুলি এমন যা জলসা এবং মসজিদ উদ্ঘাটন বা মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সময় আল্লাহ তায়ালা তাঁর অনুগ্রহ প্রদর্শিত করেন। এখন আমি নিজেদের পর্যালোচনা প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে কয়েকটি কথা বলতে চাই। একদিকে যেমন আমাদেরকে আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত এবং আমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে আল্লাহ তায়ালা কীরূপে আমাদেরকে তাঁর সাহায্য ও সমর্থনের দৃশ্য অবলোকন করান। অপরদিকে আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়া উচিৎ আমাদের মধ্যেকার কারও এমন গতিবিধি অথবা আমাদের কর্মের দূর্বলতা এই সকল অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত না করে।অন্যেরা তো সাধারণত ভাল দিক গুলি দেখে কিন্তু আমাদের দূর্বলতা এবং খামতি গুলির উপরও দৃষ্টি দেওয়া উচিত। এবং চেষ্টা করা উচিত যেন আমরা আমাদের অবস্থা ও কাজে আরও উৎকর্ষতা সৃষ্টি করতে পারি।জার্মানির আমীর সাহেব কিছু কথা বলেছিলেন , যেখানে দৃষ্টি আকর্ষণ প্রয়োজন । যেখানে আমাদের দূর্বলতা ও খামতি রয়েছে। তিনি আমাকে লিখেছেন যে কিছু দূর্বলতা

রয়ে গেল এর জন্য ক্ষমা প্রার্থী । কিন্তু এটা লিখে দেওয়ায় যথেষ্ট নয়। যতক্ষন পর্যন্ত সারা বছর ব্যপী এবিষয়গুলি পর্যালোচনা না করা হয় এবং ব্যবহারিক রূপে সেগুলির সংশোধনের উপকরণ না তৈরী হয় এই ক্ষমা প্রার্থনা কোনো উপকার দিবে না। ক্ষমা প্রার্থনা কোনও উপকারে আসে না আসল জিনিস হল সংশোধন এবং চেষ্টার বাস্তবায়ন।

এক মহিলা সাংবাদিক যিনি সম্ভবত মেসিডোনিয়া থেকে এসেছিলেন , আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমি কি জলসার সমস্ত ব্যবস্থাপনার উপর সন্তুষ্ট। তার অভিপ্রায় কি ছিল তা আল্লাহ তায়ালাই উত্তম জানেন। এটাও হতে পারে যে তিনি কোনো ত্রুটিকে চিহ্নিত করতে চাইছিলেন। আমি যদি বলি যে একশ ভাগ সন্তুষ্ট তবে হয়তো পরের প্রশ্ন করতেন হয়তো। আমি তাকে এই উত্তরই দিয়েছিলাম যে উন্নতশীল জাতি গুলি উৎকৃষ্ট থেকে উৎকৃষ্টতার সন্ধানে থাকে। কয়েকজন লোকের প্রশংসা শুনে আমরা একথা বলতে পারিনা যে যা করনীয় ছিল তা করেছি এবং অতি উৎকৃষ্ট কাজ হয়েছে। আর বাহ্যিক ত্রুটি বিচ্যুতি গুলি আমরা ভুলে যাই। এগুলি না কখোনো উপেক্ষা করা যেতে পারে না হওয়া উচিত। যাই হোক একথা শুনে সে নিরব হয়ে যায়।

হুজুর (আইঃ) বলেন: যাই হোক ব্যবহারিক দৃষ্টি কোন থেকে উন্নতি করুন তবেই এর উপাচার হতে পারে কেবল কথায় দ্বারা সম্ভব নয়। আর যদি মনোযোগ থাকে তবে সব কিছুই সম্ভব। কানাডার জামাতেও একবছল এমনটাই হয়েছিল। তাদেরকে আমি মনোযোগ আকর্ষণ করি। তারা সাড়া দেয়। পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এখন সেখানকার লোক লিখে জানায় যে অতি উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা। এটা এজন্য যে তারা কথা শুনেছে এবং তা বাস্তবায়িত করেছে বা করার পূর্ণ চেষ্টা করেছে। জার্মানীরাও যদি এই নিতীর উপর চলে তবে উৎকর্ষতা সৃষ্টি হবে । ইনশাল্লাহ। সাধারণ কর্মীবৃন্দ ও এবং জামাতের সাধারণ সদস্যগণ বিচলিত হয়ে লিখে থাকেন এবং এবারও হয়তো লিখবেন । কিন্তু জাতীয় কর্মকর্তাদের নিজেদের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। তারা বাইরে আসুক এবং নিজেদেরকে যেন অফিসার না মনে করে। বরং সেবক হিসেবে জামাতে সেবা করুন। নিজেদের মধ্যে এই মানসিকতা তৈরী করুন। আল্লাহ তায়ালা তাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আর জামাত যা কিছু সফলতা অর্জন করেছে তা আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহের কল্যানে অর্জিত হয়েছে বলে জ্ঞান করুন। বিনয় ও নম্রতা তৈরী এবং আল্লাহ তায়ালার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আল্লাহ করুন যেন সমস্ত কর্মকর্তাদের মাঝে এই স্পৃহা সৃষ্টি হয় আর আমরা যেন পূর্বের তুলনায় বেশি হারে আল্লাহ তায়ালার করুণাকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হই।

****

****খুতবা সানিয়া*****